Bengali, Bangla: Unlocked Literal Bible for Romans

Formatted for Translators

©2022 Wycliffe Associates

Released under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Bible Text: The English Unlocked Literal Bible (ULB)

©2017 Wycliffe Associates

Available at <https://bibleineverylanguage.org/translations>

The English Unlocked Literal Bible is based on the unfoldingWord® Literal Text, CC BY-SA 4.0. The original work of the unfoldingWord® Literal Text is available at [https://unfoldingword.bible/ult/](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfoldingword.bible%2Fult%2F&data=02%7C01%7Cmarv_lucas%40wycliffeassociates.org%7Cab3b29dbe7fc44554aeb08d8080e8e70%7C7baa11086adb4be299cf00a4872ab1cf%7C0%7C0%7C637268205914531190&sdata=SW2KxVr%2BcxHGAgMpv602NzoYenorfHi9bOs2SNzVpR4%3D&reserved=0).

The ULB is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Notes: English ULB Translation Notes

©2017 Wycliffe Associates

Available at <https://bibleineverylanguage.org/translations>

The English ULB Translation Notes is based on the unfoldingWord translationNotes, under CC BY-SA 4.0. The original unfoldingWord work is available at <https://unfoldingword.bible/utn>.

The ULB Notes is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

To view a copy of the CC BY-SA 4.0 license visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Below is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

**You are free to:**

* **Share**— copy and redistribute the material in any medium or format.
* **Adapt**— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

**Under the following conditions:**

* **Attribution**— You must attribute the work as follows: “Original work available at <https://BibleInEveryLanguage.org>.” Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.
* **ShareAlike**— If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
* **No additional restrictions**— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

**Notices:**

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.



TOC \o "1-2" \h \z \uRight-click to update field (doing so will insert table of contents).

Page left intentionally blank

## Romans

Chapter 1
1পৌল, একজন যীশু খ্রীষ্টের দাস, প্রেরিত হবার জন্য ডাকা হয়েছে এবং ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য আলাদা ভাবে মনোনীত করেছেন, 2যে সুসমাচার ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে নিজের ভবিষ্যৎ ভাববাদীদের মাধ্যমে আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; 3এই সুসমাচার গুলি তার পুত্রের সম্পর্কে ছিল, দেহের দিক থেকে যিনি দায়ূদের বংশে জন্ম নিয়েছেন।4পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্ট আমাদের প্রভু। 5তাঁর মাধ্যমেই যাঁর নামের জন্য ও সব জাতির মধ্যে বিশ্বাসের ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলার জন্য আমরা দয়া পেয়েছি এবং প্রেরিত হয়েছি। 6সেই মানুষের মধ্যে তোমরাও আছ এবং যীশু খ্রীষ্টের লোক হবার জন্য তোমাদের ডেকেছেন।7রোমে ঈশ্বরের প্রিয় মনোনীত পবিত্র যত লোক আছেন, সেই সব পবিত্র মানুষের কাছে এই চিঠি লিখছি। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে দয়া ও শান্তি তোমাদের উপর আসুক।8প্রথমতঃ আমি তোমাদের সবার জন্য যীশু খ্রীষ্টর মাধ্যমে আমার ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ করছি যে, তোমাদের বিশ্বাস সমস্ত জগতে প্রচারিত হয়েছে। 9কারণ আমি ঈশ্বরের আরাধনা নিজের আত্মায় তাঁর পুত্রের সুসমাচার করে থাকি সেই ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, আমি সবসময় তোমাদের নাম উল্লেখ করে থাকি, 10আমার প্রার্থনার সময় আমি সবসময় অনুরোধ করি যেন, যে কোনো ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমাদের কাছে যাবার জন্য সফল হতে পারি।11কেননা আমি তোমাদের দেখার জন্য ইচ্ছা করছি, যেন আমি তোমাদের এমন কোন আত্মিক দয়া দেখাতে পারি. যাহাতে তোমরা মজবুত হতে পার; 12সেটা হলো আমরা যেন একে অপরের অর্থাৎ তোমাদের ও আমার উভয় পক্ষের আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা সবাই যেন নিজে নিজেই উৎসাহ পাই।13এখন হে ভাইয়েরা, আমি চাইনা যেন তোমরা এই বিষয় অজানা থাক, আমি বারবার তোমাদের কাছে আসবার জন্য ইচ্ছা করেতেছি- এবং আজ পর্যন্ত বাধা পেয়ে এসেছি যেন আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ফল পাই,তেমনি ভাবে পরজাতীয় অন্য সব মানুষের মধ্য থেকেও ফল পায়। 14আমি গ্রীক ও গ্রীক নয় , উভয় জ্ঞানী ও বোকা সবার কাছে ঋণী। 15সুতরাং আমার যতটা ক্ষমতা আছে তোমরা যারা রোমে বাস করো সবার কাছে সুসমাচার প্রচার করতে তৈরী আছি।16কেননা আমি সুসমাচারের জন্য কোনো লজ্জা পাই না; কেননা এটা হলো প্রত্যেক বিশ্বাসীর পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমত: যীহুদদের জন্য এবং পরে গ্রীকদের জন্য। 17কারণ এর মধ্যে ঈশ্বরের এক ধার্মিকতা বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই সুসমাচারে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন বাইবেলে লেখা আছে, “ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারাই বেঁচে থাকবে”।18কেননা ঈশ্বরের ক্রোধে যে সব লোকদের ভক্তি নেই তাদের উপর এবং অধার্মিকদের উপরে স্বর্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং তাদের উপর যারা অধার্মিকতায় ঈশ্বরের সত্যকে চেপে রাখে। 19কেননা ঈশ্বরের সম্পর্কে যা জানার তা তাদের কাছে প্রকাশ হয়েছে, কেননা ঈশ্বর নিজে তা তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।20সাধারণত তাঁর অদৃশ্য গুন, অর্থাৎ তাঁর চিরকালের শক্তি ও ঈশ্বরীয় স্বভাব জগতের সৃষ্টির সময় থেকে তাঁর নানা কার্য্য তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছে। সেইজন্য তাদের কাছে উত্তর দেবার জন্য কোনো অজুহাত নেই। 21কেননা ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে তাঁর গৌরব করে নি, ধন্যবাদও দেয় নি; কিন্তু নিজেদের চিন্তাধারায় তারা অবোধ হয়ে পড়েছে এবং তাদের বুদ্ধিহীন হৃদয় অন্ধকার হয়ে গেছে।22নিজেদেরকে বুদ্ধিমান বলে দাবী করাতে তারা মূর্খই হয়েছে। 23তারা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী ঈশ্বরের মহিমা পরিবর্তন করে স্থায়ী নয় এমন মানুষের, পাখীর, চার পা বিশিষ্ট পশুর ও শাপের মূর্তির উপাসনা করছে।24সেই কারণে ঈশ্বর তাদেরকে আপন আপন দেহের নানা কামনা বাসনায় তাদের দেহ অশুচিতে সম্পূর্ণ করতে ছেড়ে দিলেন | সেই কারণে তাদের দেহ নিজেরাই অসম্মান করিয়াছে | 25তাহারা মিথ্যার সহিত ঈশ্বরের সত্য পরিবর্তন করয়িাছে, এবং সৃষ্টিকর্তার উপাসনার পরিবর্তে সৃষ্টি করা বস্তুর পূজা ও আরাধনা করিয়াছে | সেই ঈশ্বরের নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।26এই কারণে ঈশ্বর তাদেরকে জঘন্য ও অসম্মান কাজের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন , আর তাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক কাজের পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিক কাজ করে চলেছে। 27আর পুরুষেরাও সেই রকম স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ছেড়ে পরস্পর কামনায় জ্বলে উঠেছে, পুরুষ পুরুষে খারাপ কাজ সম্পন্ন করছে যেটা একদম ঠিক নয়, এবং নিজেদের মধ্যেই নিজে নিজের খারাপ কাজের জন্য পতিফল পাচ্ছে।28আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের সাবধান বলে মানতে চাই নি বলে, ঈশ্বর তাদেরকে অনুচিত কাজ করতে দুষিত মনে ছেড়ে দিলেন।29তাহারা সব রকম অধার্মিকতা, নিচুতা, লোভ, শয়তানে পরিপূর্ণ। তারা লোভ ও হিংসাতে, মন্দ, বধ, বিবাদ, ছল ও খারাপ উদ্দেশ্যে পূর্ণ| 30তারা সমালোচনায়, মিথ্যাবাদী ও ঈশ্বরকে ঘৃণা করে, রাগী, অহংকারী, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার অবাধ্য, বোকা, 31তাহাদের কোনো বিচার বুদ্ধি নেই, তাহারা বিশ্বাস যোগ্য নয়, স্বাভাবিক ভালবাসা তাদের নেই এবং র্নিদয় |32তাদের ঈশ্বরের এই বিচারের কথা জানা ছিল যে, যাহারা এইগুলি করবে তারা মৃত্যুর সমান, কিন্তু তারা যে শুধু করে তা নয় , কিন্তু সেই মতন যারা করে তাদেরকেও সায় দেয়।

Chapter 2
1অতএব, মানুষেরা তোমাদের উত্তর দেবার কোনো পথ নেই, তোমরা যে বিচার করেছ, কারণ যে বিষয়ে তোমরা পরের বিচার করে থাক, সেই বিষয়ে নিজেকেই দোষী করে থাক | কেননা তোমরা যে বিচার করছ, তোমরা সেই মত আচরণ করিয়া থাক। 2আর আমরা জানি যে, যারা এই সব কাজ করে, সত্য অনুসারে ঈশ্বর তাদের বিচার করেন।3হে ভাইগণ, যারা এই সব কাজ করে তুমি যে তাদের বিচার কর , আবার তুমিও সেই একই কাজ কর। তবে তুমি কি ঈশ্বরের বিচার থেকে রেহাই পাবে? 4অথবা তুমি কি জানো তাঁর মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও চিরসহিষ্ণুতা অবহেলা করিতেছ? তুমি কি জানো না ঈশ্বরের মধুর ভাব তোমাকে মন পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়?5কিন্তু তোমার এই কঠিন মনোভাবের জন্য তুমি পাপ থেকে মন পরিবর্তন করতে চাও না, সেজন্য তুমি নিজে নিজের জন্য এমন ঈশ্বরের রাগ জমা করছ, যা হিংসার ও ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রকাশ হবে। 6তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার কাজ অনুসারে ফল দেবেন, 7যারা ধৈর্য্যের সঙ্গে ভালো কাজ করে গৌরব, সম্মান এবং সততায় অটল তারা অনন্ত জীবন পাবে।8কিন্তু যারা নিজেদের ইচ্ছায় চলে, যারা সত্যকে অবাধ্য করে এবং অধার্মিকতার বাধ্য হয়, তাদের উপর ক্রোধ ও রোষ, দুঃখ ও অভাব আসবে; 9এবং দুঃখ কষ্ট ও দুর্দশা প্রতিটি মানুষ যারা খারাপ কাজ করেছে প্রথমে যীহূদীর এবং পরে গ্রীকের লোকের উপরে আসবে।10কিন্তু যারা ভালো কাজ করছে প্রতিটি মানুষের উপর প্রথমে যিহুদীদের উপর পরে গ্রীকেরও উপর গৌরব, সমাদর ও শান্তি আসবে। 11কেননা ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না। 12কেননা যত লোক আইন কানুন ছাড়া পাপ করেছে, আইন কানুন ছাড়াই তারা বিনাশ হবে; এবং যারা আইন কানুনের ভিতরে থেকে পাপ করেছে তাদের আইন কানুনের মাধ্যমেই বিচার করা হবে।13কারণ যারা নিয়ম কানুন শোনে তারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক ,এমন নয়, কিন্তু যারা নিয়ম কানুন মেনে চলে তাদেরকেই ধার্মিক বলে ধরা হবে। 14কারণ যখন পরজাতীয়দের কোনো নিয়ম কানুন থাকে না, আবার তারা যখন সাধারণত নিয়ম কানুন অনুযায়ী আচার ব্যবহার করে, তখন কোন নিয়ম কানুন না থাকলেও নিজেরাই নিজেদের নিয়ম কানুন হয়;15এটির দ্বারা তারা দেখায় নিয়ম কানুন মতে যা করা উচিত তা তাদের হৃদয়ে লেখা আছে, তাদের বিবেকও তাদের সাথে সাথে প্রমাণ দেয় ,এবং তাদের নানা চিন্তাধারা পরস্পর হয় তাদেরকে দোষী করে, না হয় তাদের পক্ষে সমর্থন করে- 16যে দিন ঈশ্বর আমার প্রচারিত সুসমাচার অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা মানুষদের গোপন বিষয়গুলি বিচার করিবেন।17যদি তুমি নিজেকে যীহুদী নামে পরিচিত থাক তবে আইন কানুনের উপর নির্ভর কর , এবং ঈশ্বরের কাছে ধন্য হও। 18তাঁর ইচ্ছা জানো এবং যেগুলি আলাদা এবং যা আইন কানুনে নির্দেশ দেওয়া আছে সেই সব যাচাই করে দেখ । 19যদি তুমি নিশ্চিত মনে কর , যে তুমিই অন্ধদের পথ-দর্শক এবং আলো , যারা অন্ধকারে বাস করছে, 20বোকাদের সমাধানকারী, শিশুদের শিক্ষক এবং তোমার আইন কানুনের ও সত্যের জ্ঞান আছে।21যদি তুমি অন্যকে শিক্ষা দাও, তুমি কি নিজেকে শিক্ষা দাও না? তুমি যখন চুরি করিতে নাই বলিয়া প্রচার কর, তুমি কি চুরি করো? 22তুমি যে ব্যভিচার করিতে নাই বলেছ, তুমি কি ব্যভিচার করেছ? তুমি যে মূর্তিপূজা ঘৃণা করেছ , তখন কি তুমি মন্দির থেকে ডাকাতি করেছ?23তুমি যে নিয়ম কানুনে আনন্দ ও গর্ব করছ, তুমি কি নিয়ম কানুন অমান্য করে ঈশ্বরের অনাদর করছ? 24কারণ ঠিক যেমন বাইবেলে লেখা আছে, সেই রকম তোমাদের মাধ্যমে অন্যজাতিদের মধ্যে ঈশ্বরের নামের নিন্দা হচ্ছে।’25যদি তুমি আইন কানুন মেনে চল তবে ত্বকছেদ করে লাভ আছে; কিন্তু যদি তুমি নিয়ম কানুন অমান্য কর , তবে তোমার ত্বকছেদ অত্বকছেদ হয়ে পড়ল। 26অতএব, যদি অত্বকছেদ লোক নিয়ম আইন কানুন সব পালন করে, তবে তার অত্বকছেদ কি ত্বকছেদ বলে ধরা হবে না? 27যার ত্বকছেদ করা হয়নি এমন লোক যদি নিয়ম কানুন মেনে চলে, তবে তোমার কাছে লিখিত আইন কানুন থাকা ও ত্বকচ্ছেদ সত্ত্বেও যদি তুমি নিয়ম কানুন অমান্য কর, সে লোকটি কি তোমার বিচার করবে না?28কারণ বাইরে থেকে যে যিহুদী সে যিহুদী নয় , এবং দেহের বাইরে যে ত্বকছেদ তাহা আসল ত্বকছেদ নয়। 29কিন্তু অন্তরে যে যিহুদী সেই আসল যিহুদী এবং হৃদয়ের যে ত্বকছেদ যা অক্ষরে নয় , কিন্তু আত্মায় হলো ত্বকছেদ। সেই মানুষের প্রশংসা মানুষ থেকে হয় না ,কিন্তু ঈশ্বর থেকেই হয়।

Chapter 3
1তবে যিহুদীদের বিশেষ সুবিধা কি আছে? এবং ত্বকছেদ করেই বা লাভ কি? 2এটা সব দিক থেকে মহান। প্রথমত, ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্যে তাদের বিশ্বাস ছিল।3কারণ কোনো যীহূদী যদি অবিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহাতেই বা কি? তাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে অচল করবে? 4তার কোনো মানে হয় না। বরং, এমনকি প্রতিটি মানুষ মিথ্যাবাদী হলেও ঈশ্বরকে সত্য বলে স্বীকার করা হোক। যেমন বাইবেলে লেথা আছে, “তুমি হয়ত তোমার বাক্যে ধার্মিক বলে গণ্য হও , এবং তুমি বিচারের সময় জয়ী হবে।”5কিন্তু ;আমাদের অধার্মিকতা ঈশ্বরের ধার্মিকতা বুঝতে সাহায্য করে, আমরা তখন কি বলব? ঈশ্বর অধার্মিক নয় , যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি কি অন্যায় করেন?- আমি মানুষের বিচার অনুযায়ী বলছি। 6ঈশ্বর কখনো অন্যায় করেন না। কেননা ঈশ্বর কেমন করে জগতের মানুষকে বিচার করবেন?7কিন্তু যদি আমার মিথ্যার দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা প্রকাশ পায় এবং তাঁর গৌরব উপচিয়া পড়ে, তবে আমি এখনও পাপী বলে বিচারিত হচ্ছি কেন? 8আর কেন বলব না ? যেমন আমাদের অনেক মন্দ আছে এবং যেমন তারা নিন্দা করে বলে যে , আমরা বলে থাকি- ‘চল আমরা খারাপ কাজ করি, তবে যেন ভালো ফল পাওয়া যায়’? তাদের জন্য বিচার অবশ্যই আছে। কেউ ধার্মিক নয়9তারপর কি হলো? আমাদের অবস্থা কি অন্যদের থেকে ভালো? তা মোটেই নয়। কারণ আমরা এর আগে যীহুদী ও গ্রীক উভয়কে দোষ দিয়াছি যে, তারা সবাই পাপের মধ্যে আছে। 10যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, “ধার্মিক কেউ নাই, এক জনও নাই |11এমন কেহই নাই, যে সে বোঝে। কেহই এমন নাই যে সে ঈশ্বরের খোঁজ করে। 12তাহারা সকলে বিপথে গিয়াছে , তারা একসাথে অকেজো হয়েছে; এমন কেহই নাই , যে ভালো কাজ করে না, এতজনের মধ্যে এক জনও নাই।13তাদের গলা খোলা কবরের মত। তাদের জিভ ছলনা কারী। তাদের ঠোঁটের নিচে সাপের বিষ থাকে। 14তাদের মুখ অভিশাপ ও খারাপ কথায় ভরপুর;15তাদের পা রক্তপাতের জন্য জোরে চলে। 16তাদের পথে ধ্বংস ও বিনাশ থাকে। 17তাদের কোনো শান্তির পথ জানা নাই। 18তাদের চোখে কোনো ঈশ্বর ভয় নাই।”19এখন আমরা জানি যে, আইন যা কিছু বলে তা আইনের মধ্যে আছে এমন লোককে বলেছে; যেন সকল মানুষের মুখ বন্ধ এবং সব জগতের মানুষ ঈশ্বরের বিচারের মুখোমুখি হয়। 20এর কারণ হলো আইনের কাজ দিয়ে কোন মাংসই তাঁর সামনে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে না। কারণ আইন দিয়ে পাপের চেতনা আসে।21কিন্তু এখন আইন কানুন ছাড়াই ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশ হয়েছে, আর আইন ও ভাববাদীর দ্বারা তার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। 22ঈশ্বরের সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারাই যারা সবাই বিশ্বাস করে তাদের জন্য। কারণ সেখানে কোনো বিভেদ নেই।23কেননা সকলেই পাপ করেছে , এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছে, 24সকলেই বিনামূল্যে তাঁর অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তির দ্বারা ধার্মিক বলে গণিত হয়েছে |25তাঁকে ঈশ্বর তাঁর রক্তের বিশ্বাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করেছেন অর্থাৎ তাঁর জীবন উৎস্বর্গ করেছেন , যেন তিনি নিজের ধার্মিকতা দেখান কেননা ঈশ্বরের সহ্যের গুনে মানুষের আগের পাপগুলি ক্ষমা করে কোন শাস্তি দেন নি। 26আর এইগুলি হয়েছে যেন নিজের ধার্মিকতা দেখান, কারণ যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন এবং যে কেউ যীশুতে বিশ্বাস করে তাকেও ধার্মিক বলে গণিত করেন।27তবে গর্ব কোথায় থাকলো ? তা দূর হয়েছে। কিন্তু কিসের জন্য নাই ? কাজের জন্য কি ? না ; কিন্তু বিশ্বাসের আইনের জন্যই। 28কেননা আমাদের সমাধান হলো আইন কানুনের কাজ ছাড়াই বিশ্বাসের দ্বারাই মানুষ ধার্মিক বলে বিবেচিত হয়।29ঈশ্বর কি কেবল যীহূদীদের ঈশ্বর? তিনি কি অযিহূদীয়দেরও ঈশ্বর নন? হ্যাঁ, তিনি অযিহূদীদেরও ঈশ্বর। 30কেননা ঈশ্বর এক, তিনি ছিন্নত্বক লোকদেরকে বিশ্বাসের জন্য এবং অচ্ছিন্নত্বক লোকদেরকে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক বলে গণিত করবেন।31তবে আমরা কি বিশ্বাস দিয়ে আইন কানুন বন্ধ করেছি? তা কখনও না; বরং আমরা আইন কানুন প্রমাণ করেছি।

Chapter 4
1তবে আমাদের আদিপিতা অব্রাহাম এর সম্পর্কে আমরা কি বলিব ? দেহ অনুসারে তিনি কি পেয়েছেন? 2কেননা অব্রাহাম যদি কাজের জন্য ধার্মিক বলিয়া গণ্য হয়ে থাকে, তবে তাহার গর্ব করার বিষয় আছে; কিন্তু ঈশ্বরের সামনে নয়। 3কারণ পবিত্র বাইবেল কি বলে? “অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলেন এবং সে জন্যই তাঁকে ধার্মিক বলিয়া গণ্য করা হইল।”4আর যে কাজ করে তার বেতন দয়া করে দেওয়া হয় না, এটা তার পাওনা বলেই দেওয়া হয়। 5আর যে কাজ করে না কিন্তু তাঁর উপরে বিশ্বাস করে, যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন, তার বিশ্বাস ধার্মিকতা বলিয়া গণ্য হয়।6দায়ূদও সেই মানুষকে ধন্য বলেছেন, যার জন্য ঈশ্বর কাজ ছাড়াই ধার্মিক বলে হসিাব করে 7বলেছেন, “ধন্য তাহারা, যাদের অধর্ম সকল ক্ষমা করা হয়েছে , যাদের পাপ ঢাকা দেওয়া হয়েছে; 8ধন্য সেই মানুষটি যাহার পাপ প্রভু ক্ষমা করে দিয়েছেন।”9এই ‘ধন্য’ শব্দ কি ছিন্নত্বক লোকদের জন্যই বলা হয়েছে, না অচ্ছিন্নত্বক লোকদের জন্যও বলা হয়েছে? কারণ আমরা বলি, "অব্রাহামের জন্য তাঁর বিশ্বাসকে ধার্মিকতা বলিয়া গণ্য হয়েছিল।" 10সুতরাং, কেমন করে তা গণ্য করা হয়েছিল? ত্বকছেদ অবস্থায় না অত্বকছেদ অবস্থায়? ত্বকছেদ অবস্থায় নয়, কিন্তু অত্বকছেদ অবস্থায়।11তিনি ত্বকছেদ চিহ্ন পেয়েছিলেন, এটি ছিল সেই বিশ্বাসের ধার্মিকতার সীলমোহর, যখন অচ্ছিন্নত্বক অবস্থায় ছিলেন তখনও তাঁর এই বিশ্বাস ছিল | কারণ ছিল যে, যেন অচ্ছিন্নত্বক অবস্থায় যারা বিশ্বাস করে, তিনি তাদের সবার পিতা হন, যেন তাদের জন্য সেই ধার্মিকতা গণ্য হয়| 12আর যেন তিনি ত্বকছেদ মানুষদেরও পিতা হন| অর্থাৎ; যারা ত্বকছেদ ব্যক্তি তাদের নয়, কিন্তু ছিন্নত্বক অবস্থায় পিতা অব্রাহামের উপর বিশ্বাস রেখে যে নিজ পায়ে চলে, তিনি তাহাদেরও পিতা।13কারণ আইন কানুনের জন্য যে , এই প্রতিজ্ঞা অব্রাহাম এবং তাঁর বংশধরকে করেছিলেন তা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধার্মিকতার দ্বারা তারা এই জগতের অধিকারী হবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। 14কারণ যারা আইন কানুন মেনে চলে এবং তারা যদি উত্তরাধিকারী হয় তবে বিশ্বাসকে অকেজো করা হইল এবং সেই প্রতিজ্ঞাকে বন্ধ করা হল। 15কারণ আইন কানুন ক্রোধ নিয়ে আসে , কিন্তু যেখানে আইন কানুন নাই সেখানে অবাধ্যতাও নাই।16এই জন্য এটা বিশ্বাসের দ্বারা হয়, সুতরাং যেন দয়া অনুসারে হয়; এর উদ্দেশ্যে হলো, যেন সেই প্রতিজ্ঞা সব বংশের জন্য হয়। শুধুমাত্র যারা আইন কানুন মেনে চলে তারা নয়, কিন্তু যারা অব্রাহামের বিশ্বাসী বংশের জন্য অটল থাকে; (যিনি আমাদের সবার পিতা, 17যেমন লেখা আছে, “আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করলাম,”) সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎেই অব্রাহাম ছিলেন যাকে তিনি বিশ্বাস করলেন, তিনি হলেন ঈশ্বর , যিনি মৃতদের জীবন দেন এবং যাহা নাই তাহাই অছেন বললেন |18অব্রাহামের আশা না থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করলেন, যেন ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে তিনি অনেক জাতির পিতা হন। আর সেই বাক্য অনুসারে অব্রাহাম অনেক জাতির পিতা হয়েছিলেন। 19আর বিশ্বাসে দুর্বল হইলেল না, যদিও তাঁর বয়স প্রায় একশো বছর ও তার আপন শরীর মৃত প্রায় এবং সারার গর্ভ ধারন ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছিল।20কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কারণে অব্রাহাম অবিশ্বাস বসত সন্দেহ করলেন না , কিন্তু বিশ্বাসে সাবলিন হয়ে ঈশ্বরের গৌরব করলেন, 21এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা সফল করতে সমর্থও আছেন। 22অতএব ;এই কারণে তাঁর বিশ্বাস ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হইল।23এখন তাঁর জন্য গন্য হইল বলিয়া এটা যে কেবল তাঁর জন্য লেখা হয়েছে তা নয় , 24কিন্তু আমাদের জন্যও তা গণ্য হবে, কারণ যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন আমরা তাঁর উপরে বিশ্বাস করছি। 25সেই যীশু আমাদের পাপের জন্য সমর্পিত হইলেন এবং আমাদের নির্দোষ করার জন্য পুনরায় জীবিত হইলেন।

Chapter 5
1অতএব ; বিশ্বাসের জন্য আমরা ধার্মিক বলে গণ্য হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সাথে শান্তি লাভ করিয়াছি | 2তাহারি দ্বারা আমরা বিশ্বাসে এই অনুগ্রহের মধ্যে দাঁড়িয়েও আছি, এবং আমরা ঈশ্বরের মহিমা পাবার আশায় আনন্দ করছি।3শুধু এটাই নয়, কিন্তু আমরা বিভিন্ন দুঃখ কষ্টেও আনন্দ করছি, আমরা জানি যে দুঃখ কষ্ট ধৈর্য্যকে উৎন্নত করে। 4ধৈর্য্য পরীক্ষায় সফল হতে এবং পরীক্ষার সফলতা আশাকে উৎপন্ন করে | 5আর আশা নিরাশ করে না, কেননা আমাদের দেওয়া তাহার পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয় পূর্ণ করেছেন।6কারণ যখন আমরা দুর্বল ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে যীশু ভক্তিহীনদের জন্য মরিলেন। 7সাধারণত; ধার্মিকের জন্য কেহ প্রাণ দেয় না। সেটা হলো, ভালো মানুষের জন্য হয়তো কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে।8কিন্তু; ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর নিজের ভালবাসা প্রমাণ করেছেন| কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন যীশু আমাদের জন্য মরিলেন। 9সুতরাং, এখন তাহার রক্তে যখন ধার্মিক বলিয়া গণিত হইয়াছি, তখন আমরা নিশ্চই তাহার দ্বারা ঈশ্বরের রাগ থেকে মুক্তি পাব।10কারণ যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের সাথে তাহার পুত্রের মৃত্যু দিয়ে আমরা মিলিত হলাম| তবে মিলিত হয়ে কত অধিক নিশ্চিত যে তাঁর জীবনে মুক্তি পাবে। 11শুধু তাহাই নয়, কিন্তু আমরাও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের আনন্দ করে থাকি, যাহার দ্বারা এখন আমরা পুনরায় মিলন লাভ করেছি। আদমের পাপের ফল, ও যীশুর ধার্মিকতার ফল।12অতএব, যেমন একজন মানুষের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিয়াছে, আর এইভাবে মৃত্যু সব মানুষের কাছে পাপের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ সবাই পাপ করিয়াছে। 13কারণ নিয়মের আগে জগতের পাপ ছিল | কিন্তু; যখন আইন ছিল না তখন পাপের হিসাব লেখা হয়নি।14তথাপি, যারা আদমের মত আদেশ অমান্য করে পাপ করে নি, আদম থেকে মোশি পর্যন্ত তাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করেছিল। আর যার আসার কথা ছিল আদম তাহারই মত। 15কিন্তু তবুও পাপ যে রকম ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান সেই রকম নয়। কারণ সেই এক জনের পাপের জন্য যখন অনেকে মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আর একজন যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহের দেওয়া দান অনেক মানুষের জন্য আরও বেশি পরিমাণে উপচিয়া পড়িল।16কারণ এক জনের পাপ করার জন্য যেমন ফল হইল এই দান তেমন নয়; কারণ বিচারে এক জনের পাপের জন্য অনেক মানুষের শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হইয়াছে, কিন্তু অনুগ্রহ দান অনেক মানুষের পাপ থেকে ধার্মিক গণনা অবধি। 17কারণ সেই এক জনের পাপের জন্য যখন সেই এক জনের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর একজন যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা যারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা দানের উপচয় পায়, তারা কত না বেশি নিশ্চিত জীবনে রাজত্ব করিবে।18অতএব ;যেমন এক জনের অপরাধ দিয়ে সব মানুষকে শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হয়েছে, ঠিক তেমনি ধার্মিকতার একটি কাজের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ; যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা সব মানুষকে ধার্মিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং অনন্ত জীবন পেয়েছে। 19কারণ যেমন সেই একজন মানুষের অবাধ্যতার জন্য অনেক মানুষকে পাপী বলে ধরা হয়েছে, ঠিক তেমনি সেই আর এক জনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেক মানুষকে ধার্মিক বলে ধরা হইবে।20কিন্তু আইন সাথে সাথে আসলো যাতে অপরাধ আরো বেড়ে যায়| কিন্তু যেখানে পাপ বেড়ে গেল সেখানে দয়া আরও বেশি পরিমাণে উপচিয়া পরে | 21এটা হলো যেন, পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করেছিল, তেমনি আবার দয়া যেন ধার্মিকতার দ্বারা অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা রাজত্ব করে।

Chapter 6
1তবে আমরা কি বলিব ? দয়া করে যেন বেশি পরিমাণে পাই সেইজন্য কি আমরা পাপ করিতেই থাকব? 2এটা কখনো না হোক। আমরা তো পাপেই মরেছি, কেমন করে আমরা আবার পাপের জীবনে বাস করিব? 3তোমরা কি জান না যে, আমরা যতজন খ্রীষ্ট যীশুতে বাপ্তিষ্ম নিয়েছি, সবাই তাঁর মৃত্যুর জন্যই বাপ্তাইজিত হইয়াছি?4অতএব ; আমরা তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তিষ্মের দ্বারা তাঁর সাথে কবরপ্রাপ্ত হয়েছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমার দ্বারা্ মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নতুনতাই চলি। 5কারণ যখন আমরা তাঁর মৃত্যুর প্রতিরূপ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, তখন অবশ্যই তাঁর সাথে পুনরুত্থানের প্রতিরূপ হব।6আমরা তো এটা জানি যে, আমাদের পুরানো মানুষ তাহার সাথে ‍এ্রুশে দেওয়া হয়েছে, যেন পাপের দেহ ধংস হয় সুতরাং আমরা যেন আর পাপের দাস হয়ে না থাকি। 7কারণ যে মরেছে সে পাপ থেকে ধার্মিক বলে গণিত হয়েছে।8কিন্তু আমরা যদি খ্রীষ্টের সাথে মরে থাকি, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তাহার সাথে আমরা জীবনও পাবো। 9আমরা জানি যে, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্ট উঠেছেন; এবং তিনি আর কখনো মরিবেন না, মৃত্যু আর তাহার উপর কনো হ্মমতা নেই।10কারণ তাহার যে মৃত্যু হয়েছে তা তিনি পাপের জন্য একবার সকলের জন্য মরিলেন| কিন্তু; তিনি যে জীবনে এখন জীবিত আছেন তা তিনি ঈশ্বরের জন্য জীবিত আছেন। 11ঠিক তেমনি তোমরাও নিজেদের পাপের জন্য মৃত বলে গণ্য কর, কিন্তু অন্য দিকে খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের জন্য জীবিত আছ।12অতএব পাপ যেন তোমাদের মরণশীল দেহে রাজত্ব না করে- যাতে তোমরা তার অভিলাষ-গুলিতে বাধ্য হয়ে পড়; 13আর নিজেদের শরীরের অঙ্গ অধার্মিকতার অস্ত্র হিসাবে পাপের কাছে সমর্পণ কর না, কিন্তু নিজেদের মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছ জেনে ঈশ্বরের কাছে নিজ প্রাণ সমর্পণ কর এবং নিজেদের অঙ্গগুলি ধার্মিকতার অস্ত্র হিসাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর। 14পাপকে তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে অনুমতি দিও না; কারণ তোমরা আইন কানুনের অধীনে নয় কিন্তু অনুগ্রহের অধীনে আছ।15তবে কি? আমরা আইন কানুনের অধীনে নাই, অনুগ্রহের অধীনে আছি বলে কি পাপ করব? তা যেন কখও না হয়। 16তোমরা কি জান না যে, আদেশ মেনে চলার জন্য যার কাছে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যার আদেশ মেনে চল তোমরা তাহারই দাস; হয়ত মৃত্যুর জন্য পাপের দাস নয় তো ধার্মিকতার জন্য আদেশ মেনে চলার দাস?17কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যে, কারণ তোমরা পাপের দাস ছিলে, কিন্তু; তবুও তোমরা সব হৃদয়ের সহিত যে শিক্ষা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল তা তোমরা মেনে নিয়েছ; 18তোমরা পাপ থেকে মুক্ত হইয়াছ এবং তোমরা ধার্মিকতার দাস হইয়াছ।19তোমাদের দেহের দুর্বলতার জন্য আমি মানুষের মত বলছি। কারণ, তোমরা যেমন আগে অধর্মের জন্য নিজেদের শরীরের অঙ্গ অপবিএতায় ও মন্দতার কাছে দাস সরূপ সমর্পণ করেছিলে, তেমনি এখন পবিত্রতায় বেড়ে ওঠার জন্য নিজেদের দেহের অঙ্গ ধার্মিকতার কাছে দাস স্বরূপ সমর্পণ কর। 20কারণ যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে, তখন তোমরা ধার্মিকতার সম্পর্কে মুক্ত ছিলে। 21এখন যে সব বিষয়ে তোমাদের লজ্জা মনে হচ্ছে, তৎকালে সে সকলে তোমাদের কি ফল হত? বাস্তবিক সে সকলের পরিণাম মরন।22কিন্তু ;এখন পাপ থেকে মুক্ত হয়ে এবং ঈশ্বরের দাসরূপে সমর্পিত তোমরা পবিত্রতার জন্য ফল পাইতেছ এবং তার পরিণাম অনন্ত জীবন। 23কারণ পাপের বেতন মরন; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান হলো আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

Chapter 7
1হে ভাইয়েরা, তোমরা কি জান না? কারণ যাহারা আইন কানুন জানে আমি তাদেরকেই বলছি, যে মানুষ যত দিন জীবিত থাকে, ততদিন পর্যন্ত আইন কানুন তার উপরে শাসন করে?2কারণ, যত দিন স্বামী জীবিত থাকে ততদিন স্ত্রীলোকেরা আইনের দ্বারা তার কাছে বাঁধা থাকে | কিন্তু স্বামী মরলে সে স্বামীর বিয়ের আইন থেকে মুক্ত হয়। 3সুতরাং যদি সে স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও অন্য পুরুষের সাথে বাস করে, তবে তাকে ব্যভিচারী বলা হবে; কিন্তু যদি স্বামী মরে যায় সে ঐ আইন থেকে মুক্ত হয়, সুতরাং সে যদি অন্য পুরুষের সাথে বাস করে তবুও সে ব্যভিচারিণী হইবে না।4অতএব, হে আমার ভাইয়েরা, খ্রীষ্টের দেহের দ্বারা আইন অনুসারে তোমাদেরও মৃত্যু হয়েছে, যেন তোমরা অন্যের অর্থাৎ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন তাহারই হও; যাহাতে আমরা ঈশ্বরের জন্য ফল উৎপন্ন করতে পারি। 5কারণ যখন আমরা মাংসের অধীনে ছিলাম, তখন আইন কানুন আমাদের ভিতর পাপের কামনা বাসনা গুলি জাগিয়ে তুলিত , এবং মৃত্যুর জন্য ফল উৎপন্ন করিবার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে কাজ করিত।6কিন্তু; এখন আমরা নিয়ম কানুন থেকে মুক্ত হয়েছি; আমরা যাহাতে আবদ্ধ ছিলাম, তার জন্যই আমরা মরেছি, যেন আমরা পুরানো লেখা আইনের দাস নয় ; কিন্তু আত্মায় নতুন ভাবে দাসের কাজ করি।7আমরা তবে কি বলিব? আইন কি নিজেই পাপ? তা কখনও না; বরং পাপকে আমি জানিতাম না যদি কি না আইন না থাকত | কারণ “লোভ কর না,” এই কথা যদি আইনে না বলিত, তবে লোভ কি তা জানিতে পারিতাম না| 8কিন্তু; পাপ সুযোগ নিয়ে সেই আদেশের দ্বারা আমার মধ্যে সব রকমের কামনা বাসনা সম্পন্ন করেছে , কারণ আইন ছাড়া পাপ মৃত।9আমি একসময় আইন ছাড়াই বেঁচে ছিলাম, কিন্তু যখন আদেশ আসলো পাপ আবার জীবিত হয়ে উঠল এবং আমি মরিলাম। 10যে আদেশ জীবন আনে তাতে আমি মৃত্যু পেলাম।11কারণ ; পাপ সুযোগ নিয়ে আদেশের দ্বারা আমাকে প্রতারণা করল এবং সেই আদেশ দিয়েই আমাকে মেরে ফেলল। 12অতএব; আইন হলো পবিত্র এবং আদেশ হলো পবিত্র, ন্যায্য এবং চমৎকার।13তবে যা ভালো তা কি আমার মৃত্যু হয়ে আসিল? তা যেন কখনও না হয়। কিন্তু পাপ হলো যেন সুন্দর বস্তু দিয়ে আমার মৃত্যুর জন্য তা পাপ বলে প্রকাশ পায়| যেন আদেশের দ্বারা পাপ পরিমাণ ছাড়া পাপী হয়ে উঠে। 14কারণ আমরা জানি আইন হলো আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসিক, আমি পাপের কাছে বিক্রি হয়েছি।15কেননা ;আমি যাহা আসল বুঝি না তাই আমি করি। কারণ আমি যা করিতে চাই তাহা আমি করি না, বরং আমি যা ঘৃণা করি, সেটাই করে থাকি। 16কিন্তু; আমি যেটা করতে চাই না সেটা যদি করি, তখন আইন যে ঠিক তা আমি স্বীকার করে নেই।17কিন্তু এখন আমি কোন মতেই সেই কাজ আর করি না; কিন্তু আমাতে যে পাপ বাস করে সেই তা করে। 18কারণ আমি জানি যে , আমার ভিতরে অর্থাৎ; আমার দেহে ভালো কিছু বাস করে না। কারণ ভালো কোন কিছুর ইচ্ছা আমার মধ্যে আছে বটে কিন্তু আমি তা করি না।19কারণ; আমি যে ভালো কাজ করতে চাই সেই কাজ আমি করি না; কিন্তু যা আমি চাই না সেই মন্দ কাজ আমি করি। 20এখন যা আমি করতে চাই না তাই যদি করি, তবে তা আর আমি কোনো মতেই করি না| কিন্তু আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে সেই করে। 21অতএব; আমি একটা মূল তথ্য দেখতে পাচ্ছি যে, আমি ঠিক কাজ করতে চাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন্দ আমার মধ্যে উপস্থিত থাকে।22সাধারণত; অভ্যন্তরীণ মানুষের ভাব অনুযায়ী আমি ঈশ্বরের আইন কানুনে আনন্দ করি। 23কিন্তু আমার শরীরের অংশে অন্য প্রকার এক আসল তথ্য দেখতে পাচ্ছি; তা আমার মনের আসল তত্ত্বের বিপক্ষে মারামারি করে এবং পাপের যে নিয়ম আমার শরীরের অংশেমিশিয়ে আছে আমাকে তার বন্দি দাস করে।24আমি একজন হতভাগা মানুষ! কে আমাকে এই পাপময় দেহ থেকে রক্ষা করবে? 25কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। অতএব; একদিকে আমি নিজে মন দিয়ে ঈশ্বরের আইনের সেবা করি, কিন্তু অন্য দিকে দেহ দিয়ে পাপের আসল ব্যবস্থার সেবা করি।

Chapter 8
1অতএব; যারা এখন খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তাদের আর কোনো শাস্তির যোগ্য অপরাধ নেই। 2কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে আসল ব্যবস্থা, তা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর আসল তথ্য থেকে মুক্ত করেছে।3কারণ আইন কানুন দেহের দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়ার জন্য যা করতে পারে নি; তা ঈশ্বর করেছেন | তিনি নিজের পুত্রকে আমাদের মত পাপময় দেহে এবং পাপের জন্য বলিরূপে পাঠিয়ে দিয়েছেন , এবং তিনি পুত্রের দেহের দ্বারা পাপের বিচার করে দোষী করলেন। 4তিনি এটা করেছেন যাতে আইনের বিষয়গুলি আমাদের মধ্যে পূর্ণ হয়, আমরা যারা দেহের বশে নয় ; কিন্তু আত্মার বশে চলি। 5কারণ যারা দেহের বশে আছে, তারা দেহের বিষয়ের দিকেই মনোযোগ দেয়; কিন্তু যারা আত্মার অধীনে আছে, তারা আত্মিক বিষয় এর দিকে মনোযোগ দেয়।6কারণ; দেহের মনোবৃত্তি হলো মৃত্যু; কিন্তু আত্মার মনোবৃত্তি জীবন ও শান্তি। 7কারণ দেহের মনোবৃত্তি হলো ঈশ্বরের বিপক্ষতা, আর তা ঈশ্বরের আইন মেনে চলতে পারে না, বাস্তবে ও হতে পারে না। 8যারা দেহের অধীনে থাকে তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম নয়।9যদিও, তোমরা দেহের অধীনে নও; কিন্তু আত্মার অধীনে আছ, যদি বাস্তবে ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন কিন্তু; যদি কারো খ্রীষ্টের আত্মা নেই, তবে সে খ্রীষ্টের থেকে নয়। 10যদি খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে একদিকে দেহ পাপের জন্য মৃত বটে, কিন্তু ধার্মিকতার দিক থেকে আত্মা জীবিত।11আর যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যীশুকে উঠিয়েছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তবে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্ট যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন , তিনি তোমাদের হৃদয়ে বাস করেছেন এবং নিজের আত্মার দ্বারা তোমাদের মরে যাওয়া দেহকেও জীবিত করবেন।12সুতরাং, হে ভাইয়েরা, আমরা ঋণী কিন্তু শরীরের কাছে নয় যে, শরীরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করব। 13কারণ যদি শরীরের ইচ্ছায় জীবন যাপন কর, তবে তোমরা নিশ্চিত ভাবে মরবে, কিন্তু যদি পবিত্র আত্মাতে শরীরের সব খারাপ কাজগুলি মেরে ফেল তবে জীবিত থাকবে।14কারণ ; যত লোক ঈশ্বরের আত্মায় পরিচালিত হয় তারা সবাই ঈশ্বরের পুত্র। 15আর তোমরা দাসত্ব করবার জন্য আত্মা পাও নি যে, আবার ভয় করবে| কিন্তু দত্তক পুত্রের জন্য আত্মা পেয়েছ, যে মন্দ আত্মার দ্বারা আমরা আব্বা / পিতা বলে ডাকয়িা উঠি।16পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের আত্মার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। 17যখন আমরা সন্তান, তখন আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী এবং অন্য দিকে খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী, যদি বাস্তবে আমরা তাহার সাথে দুঃখভোগ করি, তবে যেন তাহার সাথে আমরা মহিমান্বিত হই। ভবিষ্যতের মহিমা18কারণ আমার চিন্তাকরি যে , আমাদের জন্য যে মহিমা প্রকাশিত হবে, তার সাথে এই চলমান সময়ের কষ্ট ও দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়। 19কারণ; সৃষ্টির একান্ত আশা ঈশ্বরের পুত্রদের প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছে।20কারণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটাই অসার হয়ে গেছে, এটা নিজের আশায় হলো তা নয়, কিন্তু তাহার ইচ্ছাতেই হয়েছে এবং তার সাথে দৃঢ় আস্থাও দিয়েছেন। 21এই আশা হলো যে, সৃষ্টি নিজেও বিনাশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমায় স্বাধীনতা পাবে। 22কারণ আমরা জানি যে, সব সৃষ্টি এখনও পর্যন্তেএকসাথে জ্বালায় চিৎকার করছে এবং একসাথে ব্যথা পাচ্ছে।23কিন্তু শুধু তাই নয়; এমনকি আমরাও যাদের আত্মার প্রথম ফল আছে, সেই আমরা নিজেরাও দত্তক পুত্রের জন্য নিজেদের শরীরের মুক্তির অপেক্ষা করতে করতে নিজেদের মধ্যে যন্ত্রণায় চিৎকার করছি। 24কারণ আমাদের দৃঢ় আসা আছে যে পরিত্রাণপাইয়াছি। কিন্তু যে দৃঢ় আসা দেখতে পাচ্ছি তা আসলে আসা নয়। কারণ যে যা দেখে সে তার উপর কেন দৃঢ় আশা করবে? 25কিন্তু আমরা যা এখনো দেখতে পায়নি তার উপর যদি দৃঢ় আসা করি, তবে ধৈর্য্যের সাথে তার আশায় থাকি।26ঠিক সেইভাবে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন| কারণ আমরা জানি না কেমন করে প্রার্থনা করতে হয়, কিন্তু আত্মা নিজে মধ্যস্থতা করে যন্ত্রণার দ্বারা আমাদের জন্য অনুরোধ করেন। 27আর যিনি হৃদয়ের খোঁজ করেন , তিনি জানেন আত্মার মনোভাব কি, কারণ তিনি পবিত্রদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী মধ্যস্থতা করে অনুরোধ করেন।28এবং আমরা জানি যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, যারা তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী মনোনীত, সবকিছু একসাথে তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে। 29কারণ তিনি যাদের আগে থেকে জানতেন, তাদেরকে নিজের পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির মত হবার জন্য আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন; যেন তিনি অনেক ভাইয়ের মধ্যে প্রথমজাত ভাই হন। 30আর তিনি যাদেরকে আগে থেকে ঠিক করলেন, তাদেরকে তিনি আহ্বানও করলেন। আর যাদেরকে আহ্বান করলেন, তাদেরকে তিনি ধার্মিক বলে গন্যও করলেন| আর যাদেরকে ধার্মিক বলে গণ্য করলেন তাদেরকে মহিমান্বিতও করলেন।31এখন আমরা এই সকল বিষয়ে কি বলব? যখন ঈশ্বর আমাদের পক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষ হতে পারে? 32যিনি নিজের পুত্রের উপর মায়া করলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে দান করলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সবই আমাদেরকে দয়ার সাথে দান করিবেন না?33ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন তাদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করবে? ঈশ্বরতো তাদেরকে ধার্মিক করেন। 34তবে কে তাদের দোষী করবে? তিনি কি খ্রীষ্ট যীশু যিনি মরলেন এবং তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছেন এবং আমাদের জন্য অনুরোধ করছেন।35কে আমাদের খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে পৃথক করবে? কি দারুন যন্ত্রণা? কি কষ্ট? কি তাড়না? কি দূর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ-সংশয়? কি খড়্গ? 36যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, “তোমার জন্য আমরা সারাটা দিন ধরে নিহত হইতেছি। আমরা বধ হওয়া মেষের মত বিবেচিত হইলাম।”37যিনি আমাদেরকে ভালবেসেছেন, তাহারই দ্বারা আমরা এই সব বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অনেক বেশি জয়ী হইয়াছি। 38কারণ আমি নিশ্চয় জানি যে, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি বর্তমান বিষয়গুলি, কি ভবিষ্যতের বিষয়, কি পরাক্রম, 39কি উচ্চ জায়গা, কি গভীরতা, এমনকি অন্য কোন সৃষ্টির জিনিস, কোনো কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের আলাদা করিতে পারবে না।

Chapter 9
1আমি খ্রীষ্টে সত্যি কথা বলছি, আমি মিথ্যা কথা বলছি না, পবিত্র আত্মাতে আমার বিবেক এই সাক্ষ্য দেয় যে, 2আমার হৃদয়ে আমি গভীর দুঃখ এবং অশেষ যাতনা পাচ্ছি।3আমার ভাইদের জন্য, যারা আমার নিজের লোক তাদের জন্য, যদি সম্ভব হত আমি নিজেই দেহ অনুসারে খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূর হয়ে যাবার অভিশাপ গ্রহণ করতাম। 4কারণ যারা ইস্রায়েলীয় তাহারই সন্তান হওয়ার অধিকার, মহিমা, নানারকম নিয়ম, আইনের উপহার, ঈশ্বরের আরাধনা এবং অনেক প্রতিজ্ঞা করেছেন| 5আগেকার পুরুষেরা যাহাদের কাছ থেকে খ্রীষ্ট এসেছেন দেহের সম্মানে যিনি সব কিছুর উপরে, ঈশ্বর, যুগে যুগে ধন্য | আমেন ,6কিন্তু ইহা এমন নয় যে, ঈশ্বরের বাক্য বিফল হয়ে পড়েছে। কারণ যারা ইস্রায়েলের বংশধর তারা সকলে যে ইস্রায়েল থেকে তাহা নয়। 7এটা ঠিক নয় সকলেই অব্রাহামের বংশধর সত্যি তাহার সন্তান কিন্তু, “ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলা হবে।”8এর অর্থ এই শারীরিকভাবে জন্মানো সন্তান হলেই যে তাহারা ঈশ্বরের সন্তান, এমন নয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তানদের বংশধর বলে ধরা হবে। 9কেননা এটা প্রতিজ্ঞার কথা “এই সময়ই আমি আসব এবং সারার একটি ছেলে হবে,”।10কিন্তু কেবল এই নয়, পরে রিবিকাও একজন লোক আমাদের পিতা ইসহাক দ্বারা গর্ভবতী হয়েছিলেন| 11যখন সন্তানেরা জন্ম হয় নি, ভাল এবং খারাপ কোন কিছুই করে নি, তখন ঈশ্বরের পরিকল্পনানুসারে কাজের জন্য তাদের মনোনীত করলেন এবং কাজের জন্য নয়, যিনি ডেকেছেন তাঁর ইচ্ছার জন্যই 12ইহা তাহাকে বলা হয়েছিল, “বড়জন ছোট জনের দাস হইবে।” 13ঠিক যেমন লেখা আছে: “আমি যাকোবকে ভালবেসেছি, কিন্তু এষৌকে ঘৃণা করেছি।”14তবে আমরা কি বলিব? সেখানে ঈশ্বর অধার্মিকতা করেছেন? ইহা কখনও না। 15কারণ তিনি মোশিকে বললেন, “আমি যাকে দয়া করি, তাকে দয়া করিব এবং যার উপর করুণা করি, তার উপর করুণা করিব।” 16সুতরাং যে ইচ্ছা করে তার কারণে নয়, যে দৌড়ায় তার জন্যও নয়, কিন্তু ঈশ্বর তিনি দয়া করেন।17কারণ ঈশ্বর ব্যাকের দ্বারা ফরৌণকে বলেন, “আমি এই জন্যই তোমাকে উঠিয়েছি, যেন তোমার উপর আমার ক্ষমতা দেখাতে পারি ,এবং যেন সারা জগতে আমার নাম প্রচার হয়।” 18সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকে দয়া করেন এবং যাকে ইচ্ছা, তাহাকে কঠিন করেন।19তারপর তুমি আমাকে বলিবে, “তিনি আবার দোষ ধরেন কেন? কারণ তাহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে করিবে ?” 20হে মানুষ, তুমি কে যে ঈশ্বরের বিপক্ষে উত্তর দিচ্ছ? তৈরী করা জিনিস কি যিনি তৈরী করছেন তাহাকে কি বলতে পারে, "আমাকে কেন তুমি এই রকম করিলে?" 21কাদার ওপরে কুমারের কি এমন অধিকার নেই যে, একই মাটির তাল থেকে একটা পাত্র বিশেষভাবে ব্যবহারের জন্য এবং অন্য পাত্রটা রোজ ব্যবহারের জন্য বানাতে পারে?22যদি ঈশ্বর, নিজের রাগ দেখাবার এবং নিজের ক্ষমতা জানাবার ইচ্ছা করেন, বিনাশের জন্য পরিপক্ক রাগের পাত্রগুলির ওপর ধৈর্য্য ধরে থাকেন, 23এই জন্য তিনি করে থাকেন, যেন সেই দয়ার পাত্রদের ওপরে নিজের প্রতাপ-ধন জানাতে পারেন, যা তিনি মহিমার জন্য আগে থেকে তৈরী করেছিলেন | 24যাদের তিনি ডেকেছিলেন, কেবল যীহুদীদের মধ্য থেকে নয়, কিন্তু আরও অযিহূদীদের মধ্য থেকে আমাদেরকেউ।25যেমন তিনি হোশেয় গ্রন্থে বলেন: “যারা আমার লোক নয় তাদেরকেও আমি নিজের লোক বলিব, এবং যে প্রিয় ছিল না, তাকে প্রিয় বলিব। 26এবং যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা আমার লোক নও,’ সেই জায়গায় তাদের বলা হবে ‘জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র’।”27যিশাইয় ইস্রায়েলের বিষয়ে খুব জোরে চিৎকার করে বলিল, “ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা যদি সমুদ্রের বালির মতও হয়, এটার বাকি অংশই রক্ষা পাবে। 28প্রভু এই জমিতেনিজ বাক্য পালন করবেন, খুব তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণভাবে।” 29এবং যিশাইয় এটা আগেই বলেছিলেন, “বাহিনীগণের প্রভু যদি আমাদের জন্য একটিও বংশধর না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের এবং ঘমোরার মত হয়ে যেতাম। ইস্রায়েলের পতনের ফল কি?30তবে আমরা কি বলিব? অন্যজাতিরা, যারা ধার্মিকতার অনুধাবন করিত না, তারা ধার্মিকতা পেয়েছে, বিশ্বাস সমন্ধ ধার্মিকতা পেয়েছে; 31কিন্তু ইস্রায়েল, ধার্মিকতার আইনের অনুধাবন করেও, সেই ব্যবস্থা পর্যন্ত পৌছাতে পারে নি।32কারণ কি? কারণ বিশ্বাস দিয়ে নয়, কিন্তু কাজ দিয়ে। 33তারা সেই পাথরে বাধা পেয়েছিল যে পাথরে হোঁচট পায়, যেমন লিখিত আছে, “দেখ, আমি সিয়োনে একটা বাধার পাথর রেখেছি এবং একটি বাধার পাথর স্থাপন করেছি; যে তাহার উপরে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হইবে না।”

Chapter 10
1ভাইয়েরা, আমার মনের ইচ্ছা এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তারা যেন মুক্তি পায়। 2কারণ আমি তাদের হয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু তা জ্ঞান অনুসারে নয়। 3কেননা তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিষয়ে কিছু জানে না এবং নিজেদের ধার্মিকতা বোঝানোর চেষ্টা করে, তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার দাস হয়নি।4কেননা ধার্মিকতার জন্য সকল বিশ্বাসীর সহিত খ্রীষ্টই আইনের পূর্ণতা। 5কারণ মোশি ধার্মিকতার বিষয়ে লিখেছেন যা আইন থেকে এসেছে "যে লোক আইনের ধার্মিকতার পালন করে, সে ধার্মিকতায় জীবিত থাকিবে।6কিন্তু বিশ্বাসের ধার্মিকতা থেকে যা আসে তা এই বলে, তোমার মনে মনে বলিও না, ‘কে স্বর্গে আরোহণ করিবে?’ (অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নামাইয়া আনিবার জন্য), 7অথবা ‘কে নরকে নামিবে?’ অর্থাৎ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে উপরে আনিবার জন্য।"8কিন্তু ইহা কি বলে? "সেই কথা তোমার কাছে, তোমার মুখে এবং তোমার হৃদয়ে রয়েছে।" 9কেননা তুমি যদি ‘মুখে’ যীশুকে প্রভু বলে মেনে নাও এবং তোমার ‘হৃদয়ে’ বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন, তুমি পরি্ত্রাণ পাবে। 10কেননা লোকে মন দিয়ে বিশ্বাস করে ধার্মিকতার জন্য এবং সে মুখে স্বীকার করে পরিত্রাণের জন্য।11কেননা বাক্য বলে, “যে কেউ তাহার উপরে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হবে না।” 12কারণ ইহূদি ও গ্রীক এর মধ্যে কোন বিভেদ নেই। কারণ সেই একই প্রভু হচ্ছেন সকলের প্রভু এবং যারা তাঁকে ডাকে তিনি সবাইকে ধনবান (আশীর্বাদ) করেন। 13কেননা যে কেউ প্রভুর নামে ডাকে সে মুক্তি পাবে।14-যারা তাঁকে বিশ্বাস করে নি তারা কেমন করে তাঁকে ডাকিবে? এবং যার কথা শোনে নি কেমন করে তাঁকে বিশ্বাস করিবে? এবং প্রচারক না থাকলে কেমন করে তারা শুনিবে? 15এবং তাদের না পাঠানো হলে, কেমন করে তারা প্রচার করিবে? যেমন লেখা আছে, “যারা আনন্দের সুসমাচার প্রচার করেন তাঁদের পাগুলি কেমন সুন্দর!”16কিন্তু তারা সকলে সুসমাচার শুনে নি। কেননা যিশাইয় বলেন, “প্রভু, আমাদের বার্তা কে বিশ্বাস করেছে?” 17সুতরাং বিশ্বাস আসে শুনার মাধ্যমে এবং শুনা খ্রীষ্টের বাক্যর মাধ্যমে হয়।18কিন্তু আমি বলি, "তাহারা কি শুনতে পায়নি?" হ্যাঁ অবশ্যই পেয়েছে।“তাদের আওয়াজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের কথা জগতের শেষ পর্যন্ত|”19আবার, আমি বলি, "ইস্রায়েল কি জানিত না? প্রথমে মোশি বলেন, “যারা জাতি নয় তাদের দিয়ে আমি তোমাদের হিংসা জাগিয়ে তুলব। কোন কিছু ছাড়াই একটা জাতির মানে, আমি তোমাদের রাগিয়ে তুলব।”20এবং যিশাইয় অতি সাহসের সাথে বলেন, “যারা আমার খোঁজ করে নি তারা আমাকে পেয়েছে। যারা আমার কথা জিজ্ঞাসা করে নি আমি তাদের দেখা দিয়েছি।” 21কিন্তু ইস্রায়েলকে তিনি বলেন, “আমি সারা দিন ধরে অবাধ্য এবং বিরোধিতা করে এমন লোকেদের দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।”

Chapter 11
1তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি তার নিজের লোকদের বাদ দিয়েছেন? এটা কখনও না। আমিও ত একজন ইস্রায়েলীয়, অব্রাহামের একজন বংশধর, বিন্যামীনের গো্ত্রীয় লোক। 2ঈশ্বর তাঁর লোকদের বাদ দেননি যাদের তিনি আগে থেকে চিনতেন। তোমরা কি জান না যে, এলিয়ের বিষয়ে বাক্য কি বলে, কিভাবে তিনি ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের কাছে এইভাবে বিনতি করিলেন? 3“প্রভু, তারা তোমার ভাববাদীদের বধ করিয়াছে, তারা তোমার সব যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে এবং আমি একাই অবশিষ্ট আছি এবং আমিই একা বেঁচে আছি এবং তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।”4কিন্তু; ঈশ্বর তাহাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন “বাল দেবতার সামনে যাহারা হাঁটু পাতে নি, এমন সাত হাজার লোককে আমি নিজের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি।” 5সুতরাং তারপরে, এই বর্তমান কালেও দয়ার মনোনীত অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে।6কিন্তু এটা যদি দয়া দ্বারা হয়, তবে এটা কখনই কাজের দ্বারা নয়। তা নাহলে দয়া আর দয়াই থাকত না। 7তবে কি? ইস্রায়েল যা খোঁজ করে, তা পায়নি, কিন্তু মনোনীতরা তা পেয়েছে এবং বাকিরা কঠিন হয়েছে। 8এটা ঠিক যেমন লেখা আছে, “ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন, এমন চোখ যা দিয়ে তারা দেখতে পাবে না এবং এমন কান যা দিয়ে তারা শুনতে পাবে না।”9এবং দায়ূদ বলেন, “তাদের টেবিল একটা জাল, একটা ফাঁদ হোক, বাধারূপ এবং তাদের প্রতিফলরূপ হোক। 10তাদের চোখ অন্ধকারময় হোক যেন তাহারা দেখিতে না পায় তাদের পিঠ সবসময় বাঁকিয়ে রাখ।”11তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহূদিরা কি বিনাশের জন্য হোঁচট পেয়েছে? এটা কখনও নয়। বরং তাদের পতনে অযীহুদিদের কাছে মুক্তি উপস্থিত, যেন তাদের ভেতরে রাগ জন্মে। 12এখন তাদের পতনে যদি জগতের ধনাগম হয় এবং তাদের ক্ষতিতে যখন অযিহূদীয়দের ধনাগম হয়, তাদের পূর্ণতায় আর কতই না বেশি হবে?13এবং এখন অযিহূদীয়রা, আমি তোমাদের বলছি। যতক্ষণ আমি অযিহূদীয়দের জন্য প্রেরিত আছি, আমি আমার সেবা কাজের জন্য গৌরব বোধ করছি | 14সম্ভবত; যারা আমার নিজের দেহের তাদের আমি রাগে উত্তেজিত করব এবং তাদের মধ্যে কিছু লোককে রক্ষা করিব।15কারণ , তাদের বাদ দেওয়ায় যখন জগতের মিলন হল, তখন তাদের গ্রহণ করে মৃতদের মধ্য থেকে জীবনলাভ ছাড়া আর কি হবে? 16প্রথম উৎর্স্বগীকৃত ফল যদি পবিত্র হয়, তবে ময়দার গুলিও পবিত্র। শিকড় যদি পবিত্র হয়, তবে শাখাগুলিও পবিত্র।17কিন্তু; যদি কিছু শাখা ভেঙে ফেলা হয় এবং তুমি বন্য জিত গাছের শাখা হলেও, যদি তাদের মধ্যে তোমাকে ভালোভাবে লাগান গেল, আর তুমি জিত গাছের প্রধান শিকড়ের সহভাগী হলে 18তবে সেই শাখাগুলির জন্য তুমি গর্ব করিও না। কিন্তু যদি তুমি গর্ব কর, তুমি শিকড়কে সাহায্য করছ না, কিন্তু শিকড়ই তোমাকে সাহায্য করছে।19তারপর তুমি বলিবে, "আমাকে ভালোভাবে লাগাবার জন্যই কতগুলি শাখা কেঁটে ফেলা হয়েছে।" 20সত্যি কথা! কারণ অবিশ্বাস করার জন্যই উহাদের কেঁটে ফেলা হয়েছে | কিন্তু তুমি তোমার বিশ্বাসের জন্যই দাঁড়িয়ে আছ। নিজেকে খুব বড় ভেবো না, কিন্তু ভয় কর। 21কারণ ; ঈশ্বর যখন সেই আসল ডালগুলিকে রেহাই দেননি, তখন তোমাদেরও রেহাই দেবেন না।22তারপর দেখ, ঈশ্বরের দয়াভাব এবং কঠিন ভাব। একদিকে যারা পড়ে গেল সেই ইহূদিদের উপর কঠিন ভাব আসল, কিন্তু অন্য দিকে তোমার উপর ঈশ্বরের দয়াভাব আসল, যদি তোমরা সেই দয়াভাবের মধ্যে থাক। নাহলে তোমরাও বাদ হবে।23এবং আরও, যদি তারা নিজেদের অবিশ্বাসে না থাকে, তবে তাদের ফিরিয়ে গাছের সাথে লাগান যাবে। কারণ ঈশ্বর আবার তাদেরকে লাগাতে রাজি আছেন। 24কেননা যে জিত গাছটি সাধারণ ভাবে বন্য তা থেকে বাদ হয়ে, যখন স্বভাবের বিপরীতে ভালো জিত গাছে লাগানো গেছে, এই ইহূদিরা কত বেশি, আসল ডালগুলি কারা, যারা নিজেদের নিজের জিত গাছে কলম করে ফিরে লাগান যাবে।25কেননা ভাইয়েরা, আমি চাই না তোমরা যেন এমন না হও, এই লুকিয়ে থাকা মতবাদ, যেন নিজেদের চিন্তায় বুদ্ধিমান না হও; কিছু সংখ্যায় ইস্রায়েলের কঠিনতা ঘটেছে, যে পর্যন্ত অযিহূদীয়দের পূর্ণ সংখ্যা না আসে।26এইভাবে সকল ইস্রায়েল পরি্ত্রাণ পাবে, যেমন ইহা লেখা আছে ; “সিয়োন থেকে উদ্ধারকর্তা আসবেন; তিনি যাকোব থেকে ভক্তি নেই এমন ভাব দূর করবেন। 27এবং এটাই তাদের জন্য আমার নতুন নিয়ম, যখন আমি তাদের সব পাপ দূর করিব।”28একদিকে ওরা সুসমাচারের সম্পর্ক তোমাদের জন্য দুশমন, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে ঈশ্বরের মনোনীত বিষয়ে পিতৃপুরুষদের জন্য ভালোমানুষ। 29কেননা ঈশ্বরের দয়া দান ও ঈশ্বরের ডাক অপরিবর্তনীয়।30কারণ; তোমরা যেমন আগে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন দয়া পেয়েছ ইহূদিদের অবাধ্যতার জন্য, 31তেমনি এখন ইহূদিরা অবাধ্য হয়েছে| যেন তোমাদের দয়া গ্রহণে তারাও এখন দয়া পায়। 32কারণ ঈশ্বর সবাইকেই অবাধ্যতার কাছে বেঁধে রেখেছেন, যেন তিনি সবাইকে দয়া করতে পারেন।ঈশ্বরের মহিমাজ্ঞান বিষয়ক অর্থসমুহ |33আহা! ঈশ্বরের ধন ও জ্ঞান এবং বুদ্ধি কেমন গভীর! তাহার বিচার সকল বোঝা যায় না! তাহার পথ সকল কেমন আবিষ্কারক! 34"কারণ কে প্রভুর মনকে জানছে? অথবা তাঁর মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে?35অথবা; কে প্রথমে ঈশ্বরকে কিছু দান করেছে, এজন্য তার পাওনা দিতে হবে?" 36কেননা সব কিছুই তাহার কাছ থেকে ও তাহার দ্বারা ও তাহার নিমিত্ত। যুগে যুগে তাহারই গৌরব হোক। আমেন।

Chapter 12
1অতএব, হে ভাইয়েরা; আমি অনুরোধ করছি ঈশ্বরের দয়ার মাধ্যমেই তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবিত বলিরূপে পবিত্র ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য , যা তোমাদের আত্মিক ভাবে আরাধনা। 2এই জগতের মত হইও না, কিন্তু মনকে নতুন করে গড়ে তুলে নতুন হয়ে উঠ, যেন তোমরা পরীক্ষা করে জানতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যা ভাল মনের সেবাজনক ও নিখুঁত। খ্রীষ্টের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের সঠিক ব্যবহার |3কেননা আমি বলি, আমাকে যে দান দেওয়া হয়েছে তার গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি, নিজেকে যতটা বড় মনে করা উচিত তার চেয়ে বেশি বড় মনে করিও না; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যতটা বিশ্বাস দিয়েছেন, সেই অনুসারে সে ভালো হওয়ার চেষ্টা করুক।4কারণ ; ঠিক যেমন আমাদের এক দেহে অনেক অংশ, কিন্তু সব অংশগুলো একইরকম কাজ করে না, 5ঠিক সেভাবে আমরা সংখ্যায় অনেক হলেও, আমরা খ্রীষ্টের এক দেহ এবং প্রত্যেক অংশ একে অপরের।6ঈশ্বরের দয়া অনুসারে আমাদেরকে আলাদা আলাদা দান দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বরদান প্রাপ্ত হইয়াছি, যদি কারও বরদান হয় ভাববাণী, তবে আইস বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলি; 7কারও দান যদি পরিষেবা করা হয়, তবে সে পরিষেবা করুক। যদি কারও দান হয় শিক্ষা দেওয়া, সে শিক্ষা দিউক। 8যে উপদেশ দেওয়ার দান পেয়েছে, সে উপদেশ দিউক; যে দান করার দান পেয়েছে, সে সরল ভাবে দান করুক, যে শাসন করার দান পেয়েছে, সে যত্ন সহকারে করুক, যে দয়া করার দান পেয়েছে, সে ভালোবাসার মনে দয়া করুক।9ভালবাসার মধ্যে যেন কোনো ছলনা না থাকে। যা খারাপ তাকে ঘৃণা কর, যা ভাল তাকে ভালোবাস। 10একে অপরকে ভাইয়ের মত ভালবাসো; একজন অন্যজনকে স্নেহ কর, একে অন্যকে শ্রেষ্ট জ্ঞান কর।11যত্নে শিথিল হইও না, আত্মায় জাগ্রত হও, প্রভুর সেবা কর, যে আশা রয়েছে তাতে আনন্দ কর, 12আশায় আনন্দ কর, কষ্টে ধৈর্য্য ধর, সবসময় প্রার্থনা কর| 13ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের অভাবের সময় সহভাগী হও, অতিথিদের সেবা কর।14যারা তোমাকে অত্যাচার করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর অভিশাপ দিও না। 15যারা আনন্দ করে, তাদের সাথে আনন্দ কর, যারা কাঁদে, তাদের সাথে কাঁদ। 16তোমাদের একে অন্যের মনোভাব যেন একইরকম হয়। গর্ব ভাবে কোনো বিষয় চিন্তা কর না, কিন্তু নিচু শ্রেনীর লোকদের গ্রহণ কর। নিজের চিন্তায় নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবো না।17কেউ খারাপ করলে তার খারাপ কর না। সব লোকের চোখে যা ভালো তাই চিন্তা কর। 18যদি সম্ভব হয়, তোমরা যতটাই পার, লোকের সাথে শান্তিতে থাক।19হে ভালোরা, তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ নিও না, কিন্তু ঈশ্বরকে শাস্তি দিতে দাও। কেননা লেখা আছে, “প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ, আমিই উত্তর দেব, এইটা প্রভু বলেন।” 20“কিন্তু তোমার দুশমন যদি খিদে পায়, তাকে খাওয়াও। যদি সে পিপাসিত হয়, তাকে পান করাও। কারণ তুমি যদি এটা কর তাহলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা জড়ো করে রাখবে।” 21খারাপের কাছে পরাজিত হও না, কিন্তু ভালোর দ্বারা খারাপকে পরাজয় কর।

Chapter 13
1প্রত্যেক আত্মা বড় পদের ক্ষমতাবানদের মেনে চলুক, কারণ ঈশ্বরের সেই সব ক্ষমতাবানদের ঠিক করে রেখেছেন। এবং যে সকল ক্ষমতাবানরা আছেন তাদের ঈশ্বর-নিযুক্ত করেন। 2অতএব ; যে কেউ ক্ষমতাবানদের বিরোধিতা করে সে ঈশ্বরের আদেশের বিরোধিতা করে, আর যারা বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের উপরে বিচার ডেকে আনবে।3কেননা ক্ষমতাবানরা ভালো কাজের জন্য নয়, কিন্তু খারাপ কাজের জন্য ভয়াবহ। তুমি কি শাসকদের কাছে নির্ভয়ে থাকতে চাও? ভালো কাজ কর তবে তাঁর কাছ থেকে প্রশংসা পাবে। 4কারণ তোমার ভালো কাজের জন্য তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরেরই দাস। কিন্তু তুমি যদি খারাপ কাজ কর, তবে ভীত হও, বিনা কারণে তিনি তরোয়াল ধরেন না। কারণ তিনি ঈশ্বরের দাস, যারা খারাপ কাজ করে, তাদের তিনি ঈশ্বরের হয়ে শাস্তি দেন। 5অতএব; তুমি মান্য কর রাগের ভয়ে নয়, কিন্তু বিবেকের জন্যও ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া দরকার।6কারণ ;এই জন্য তোমরা কর দিয়ে থাক। কেননা ক্ষমতাবানরা হলো ঈশ্বরের দাস, তারা সেই কাজে রত রয়েছেন। 7যার যা পাওনা, তাকে তা দাও। যাকে কর দিতে হয়, কর দাও; যাকে শল্ক দিতে হয়, শুল্ক দাও; যাকে ভয় করতে হয়, ভয় কর; যাকে সমাদর করতে হয়, সমাদর কর।8তোমরা কাহার কিছু নিও না, কেবল একে অন্যকে ভালবাসো। কারণ যে তার প্রতিবেশীকে ভালবাসে, সে সবকিছু ভাবে মশির নিয়ম পালন করেছে। 9কেননা, “ব্যভিচার কর না, নরহত্যা কর না, চুরি কর না, লোভ কর না ," এবং যদি আর কোন আদেশ থাকে, সে সব এই বাক্যে এক কথায় বলা হয়েছে, “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।” 10ভালবাসা প্রতিবেশীর খারাপ করে না। অতএব ; ভালবাসাই আইনের পূর্ণতা সাধন করে।11এই কারণে, তোমরা বর্তমান সময় জানো, তোমাদের এখন ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় হয়েছে। কারণ যখন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, তখন অপেক্ষা এখন মুক্তি আমাদের আরও কাছে। 12রাত প্রায় শেষ এবং দিন হয়ে আসছে প্রায়। অতএব ;আইস আমরা অন্ধকারের সব কাজ ছেড়ে দিই ,এবং আলোর রণসজ্জা পরিধান করি।13আইস আমরা দিনের ভালোর জন্য কাজ করি, রঙ্গরস করে মদ খাওয়া অথবা মাতলামিতে নয়, ব্যভিচার অথবা ভোগবিলাস নয়, ঝগড়া-ঝাঁটি অথবা রাগে নয়। 14কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর এবং শরীরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার দিকে মন দিও না।

Chapter 14
1বিশ্বাসে যে দুর্বল তাকে গ্রহণ কর, আর সেই প্রশ্নগুলোর বিষয় বিচার কর না। 2একদিকে একজন লোকের বিশ্বাস আছে যে ,সে সব কিছু খেতে পারে, কিন্তু অন্য দিকে যে দুর্বল, সে কেবল শাক খায়।3একজন লোককে দেখ , সে সব কিছু খায় সে যেন এমন লোককে তুচ্ছ না করে, যে সব কিছু খায় না এবং সে যেন অন্যের বিচার না করে, যে সব কিছু খায়। কেননা ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেছেন। 4তুমি কে, যে অপরের চাকরের বিচার কর? হয়ত নিজ প্রভুরই কাছে সে দাঁড়িয়ে থাকে, নয়ত পড়ে যায়। কিন্তু তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে; কারণ প্রভু তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন।5এক দিক দিয়ে এক লোক এক দিনের চেয়ে অন্য দিনকে বেশি মূল্যবান মনে করে, আর এক দিক দিয়ে একলোক সব দিনকেই সমান মূল্যবান মনে করে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ মনে স্থির থাকুক। 6যে দিনকে মন থেকে মানে, সে প্রভুর জন্যই মেনে চলে, এবং যে খায়, সে প্রভুর জন্যই খায়, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে। এবং যে খায় না, সেও প্রভুর জন্যই খায় না, কিন্তু সেও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে।7কারণ আমাদের মধ্যে কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকে না, এবং কেউ নিজের জন্য মরে না। 8কারণ যদি আমরা বেঁচে থাকি, আমরা প্রভুরই জন্য বেঁচে থাকি; এবং যদি আমরা মরি, তবে প্রভুরই জন্য মরি। অতএব; আমরা জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। 9কারণ এই জন্য খ্রীষ্ট মরলেন এবং আবার বেঁচে উঠিলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হন।10কিন্তু কেন তুমি তোমার ভাইয়ের বিচার কর? এবং কেন তুমি তোমার ভাইকে ঘৃণা কর? কেননা আমরা সকলেই ঈশ্বরের বিচারের আসনের সামনে দাঁড়া্ইব। 11কেননা লেখা আছে, “প্রভু বলছেন, "যেমন আমি জীবিত আছি, "আমার কাছে সকলেই হাঁটু পাতবে এবং প্রত্যেকটি জিভ ঈশ্বরের প্রশংসা করবে।”12সুতরাং; আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের হিসাব দিতে হবে। 13অতএব, অইস আমরা যেন আর একে অন্যের বিচার না করি, কিন্তু এর পরির্বতে এই ঠিক করি, যেন যা দেখে তার ভাই মনে বাধা পেতে পারে অথবা বিপদে না পড়িতে হয়।14আমি জানি এবং প্রভু যীশুতে ভালোভাবে বুঝেছি যে ,কোনো জিনিসই অপবিত্র নয়, কিন্তু যে অপবিত্র মনে করে তার কাছে সেটা অপবিত্র। 15কোন খাবারের জন্য যদি তোমার ভাই দুঃখ পায়, তবে তুমি আর ভালবাসার নিয়মে চলিতেছ না। যার জন্য খ্রীষ্ট মরিলেন, তোমার খাবার দ্বারা তাকে নষ্ট করো না।16সুতরাং; তোমাদের যা ভাল কাজ তা এমন ভাবে করো না ,যা দেখে লোক উপহাস করে। 17কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে খাওয়া এবং পান করাই সব কিছু নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দই সব।18কারণ যে এইভাবে খ্রীষ্টের সেবা করে, সে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য এবং লোকেদের কাছেও ভালো। 19অতএব ; যা করলে শান্তি হয় এবং যার দ্বারা একে অন্যকে গড়ে তুলতে পারি, আইস আমরা সেই সব করার চেষ্টা করি।20খাবারের জন্য ঈশ্বরের কাজকে বিফল হতে দিও না। সব জিনিসই শুচি, কিন্তু কেউ যদি কিছু খায়, এবং অন্য লোকের বাধা সৃষ্টি হয়, তার জন্য তা খারাপ। 21মাংস খাওয়া, মদ পান করা, অন্য কোনো কিছু খাওয়া ঠিক নয় যাতে তোমার ভাই অখুশি হয়।22তোমার যে বিশ্বাস আছে তা তোমার এবং ঈশ্বরের সামনেই রাখ। ধন্য সেই লোক, যে যা গ্রহণ করে তাতে সে নিজের বিচার করেন। 23যদি সে খেয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তবে সে দোষী, কেননা ইহা বিশ্বাসে করে নি, এবং যাহা বিশ্বাস থেকে নয় তাহাই পাপ।

Chapter 15
1এখন আমরা যারা বলবান আমাদের উচিত দুর্বলদের দুর্বলতা বহন করা, আর নিজেদেরকে খুশি না করা। 2আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ প্রতিবেশীর ভালোর জন্য ,তাদের গড়ে তোলার জন্য, খুশি করার জন্য ভালো কিছু কাজ করা।3কেননা খ্রীষ্টও নিজেকে খুশি করিলেন না; কিন্তু ইহা ঠিক যেমন লেখা আছে, “যারা তোমাকে অপমান করে, তাদের অপমান আমার উপরে পড়িল।” 4কেননা পবিত্র বাক্য আগে যা লেখা হয়েছিল, তা আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যই, যাতে সেই বাক্য থেকে আমরা ধৈর্য্য এবং উৎসাহ পেয়ে আমরা আশা পাই।5এখন ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর তোমাদের এমন মন দিউন যাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর মত একে অন্যের সঙ্গে একমন হও ; 6যেন তোমরা মনে ও মুখে এক হয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও ঈশ্বর পিতার গৌরব কর। 7অতএব; তোমরা একে অন্যকে গ্রহণ কর, যেমন খ্রীষ্ট তোমাদেরকেও গ্রহণ করেছিলেন, ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।8কেননা আমি বলি যে, ঈশ্বরের কথা যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্যই খ্রীষ্ট ত্বকছেদকারীদের দাস হয়েছিলেন, যেন তিনি পিতৃপুরুষদের দেওয়া প্রতিজ্ঞাগুলি ঠিক করেন, 9এবং অযিহূদীয়রা যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্যই তাঁর গৌরব করে। এটি যেমন লেখা আছে, “এই জন্য আমি অন্য জাতি সকলের মধ্যে তোমার গৌরব করিব এবং তোমার নামে প্রশংসা গান করিব।”10আবার তিনি বলেন, “আনন্দ কর অযিহূদীগণ তাঁর লোকদের সাথে।” 11আবার, “তোমরা সব অযিহূদীরা প্রভুর প্রশংসা কর, সকল লোকেরা তাহার প্রশংসা করুক।”12আবার যিশাইয় বলেন, “যিশয়ের শিকড় থাকবে এবং অযিহূদীদের উপর শাসন করতে একজন উঠিবেন, তাহাঁর উপরে অযিহূদীগণ আশা রাখিবে।”13আশা দান কারী ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আনন্দে ,এবং শান্তিতে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে তোমাদের মনের আশা উপচিয়া পড়ে। উপসংহার14আমার ভাইয়েরা, আমি তোমাদের বিষয়ে একথা বিশ্বাস করি যে, তোমাদের মন ভালো ইচ্ছায় পূর্ণ, সব রকম জ্ঞানে পূর্ণ, একে অন্যকে জেগে দিতেও উৎসাহী।15কিন্তু কয়েকটি বিষয় তোমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য আমি সাহস করে লিখলাম, কেননা ঈশ্বরের দ্বারা আমাকে এই দান দেওয়া হইয়াছে | 16আমাকে যেন অযিহূদীয়দের কাছে খ্রীষ্ট যীশুর দাস করে পাঠিয়েছে, ঈশ্বরের সুসমাচারের যাজকদের কাজ করি, যেন অযিহূদীয়রা পবিত্র আত্মাতে পবিত্র হয়ে উপহার হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়।17ঈশ্বর সর্ম্পকীয় বিষয়ে খ্রীষ্ট যীশুতে আমার গর্ব করবার অধিকার আছে। 18আমি কোন বিষয়ে কথা বলতে সাহস করব না , যা খ্রীষ্ট আমার মধ্য দিয়ে করেননি ,যেন অযিহূদীয়রা সেই সকল পালন করে। 19তিনি বাক্যে ও কাজে নানা চিহ্নের শক্তিতে ও অবাক লক্ষণে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে, এইভাবে কাজ করেছেন যে, যিরূশালেম থেকে ইল্লুরিকা দেশ পর্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করেছি।20এবং আমার লক্ষ্য হচ্ছে সুসমাচার প্রচার করা, খ্রীষ্টের নাম যে জায়গায় কখনও বলা হয়নি , সেখানে অন্য লোকের তৈরী ভিতের উপরে আমাকে যেন গড়ে তুলতে না হয়। 21ইহা যেমন লেখা আছে; "যাদের কাছে তাঁর বিষয় বলা হয়নি, তারা দেখতে পাবে এবং যারা শোনে নি, তারা বুঝতে পারবে।”22এই কারণের জন্য আমি তোমাদের কাছে অনেকবার আসতে চেয়েও বাধা পেয়েছি। 23কিন্তু ;এখন এই সব এলাকায় আমার আর কোনো জায়গা নাই, এবং অনেক বছর ধরে তোমাদের কাছে আসার জন্য আশা করছি।24যখন আমি স্পেনে যাব আমি আশাকরি যে, যাবার সময়ে তোমাদের দেখব, এবং তোমরা আমাকে এগিয়ে দেবে, পরে আমি তোমাদের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে আনন্দ করব। 25কিন্তু ;এখন আমি পবিত্র জনের সেবা করতে যিরূশালেমে যাচ্ছি।26কারণ যিরূশালেমের পবিত্রদের মধ্যে যারা গরিব, তাদের জন্য মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশীয়রা আনন্দিত হয়ে কিছু সহভাগীতা মূলক দান সংগ্রহ করেছে। 27হ্যাঁ, আনন্দ সহকারে তারা এই কাজ করেছিল সম্ভবত, তারা তাহাদের কাছে ঋণী আছে। কারণ; যখন অযিহূদীয়রা আত্মিক বিষয়ে তাদের সহভাগী হয়েছে, তখন ওরাও পারিবারীক দিক থেকে জিনিস দিয়ে সেবা করিবার জন্য ঋণী ছিল।28সুতরাং, যখন সেই কাজ শেষ করেছি ,এবং ছাপ দিয়ে সেই ফল তাদের দেবার পর আমি তোমাদের কাছ থেকে স্পেন দেশে যাব। 29আমি জানি যে, যখন তোমাদের কাছে আসব, তখন খ্রীষ্টের পূর্ণ তার আশীর্বাদ নিয়ে আসব।30ভাইয়েরা, এখন আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করি, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এবং আত্মার ভালবাসায় তোমরা একসাথে আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। 31আমি যেন যিহূদীয়ার অবাধ্য লোকদের থেকে রক্ষা পাই , এবং যিরূশালেমের কাছে আমার যে সেবা তা যেন পবিত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়| 32ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যেন তোমাদের কাছে গিয়ে আনন্দে তোমাদের সাথে প্রাণ জুড়াতে পারি।33শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সকলের সাথে থাকুন। আমেন।

Chapter 16
1আমাদের বোন, কিংক্রিয়া শহরের মণ্ডলীর পরিচারিকা, ফৈবীর জন্য আমি তোমাদের কাছে আদেশ করছি, 2যেন তোমরা তাঁকে প্রভুতে গ্রহণ কর, পবিত্রগণের যথাযোগ্য ভাবে গ্রহণ কর ,এবং যে কোন বিষয়ে তোমাদের হইতে তাহার উপকারের প্রয়োজন হতে পারে, তাই কর, কেননা ; তিনিও অনেকের এবং আমার নিজেরও উপকারিণী হয়েছেন। ভাই ভগিনীদের প্রতি মঙ্গলবাদ |3খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকারী প্রিষ্কা এবং আক্কিলাকে শুভেচ্ছা জানাও | 4তাঁরা আমার জীবনবাচাবার জন্য নিজেদের জীবন দিয়েছিলেন। আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিই ; এবং কেবল আমি নই, কিন্তু অযিহূদীয়দের সব মণ্ডলীও। 5তাঁদের বাড়ির মণ্ডলীকেও শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয় ইপেনিত, যিনি খ্রীষ্টের জন্য এশিয়া দেশের প্রথম ফল হিসেবে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাও।6শুভেচ্ছা মরিয়মকে, যিনি তোমাদের জন্য কঠিন কাজ করেছেন। 7আমার বংশ ও আমার কারাবন্দি আন্দ্রনীক ও যুনিয়কে শুভেচ্ছা জানাও ; তাঁরা প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত ও আমার আগে খ্রীষ্টের আশ্রিত হন। 8প্রভুতে আমার প্রিয় যে আমপ্লিয়াত, তাহাকেও শুভেচ্ছা জানাও।9খ্রীষ্টে আমাদের সহকারী উর্ব্বাণকে এবং আমার প্রিয় স্তাখুকে শুভেচ্ছা জানাও; 10খ্রীষ্টে পরীক্ষাসিদ্ধ আপিল্লিকে শুভেচ্ছা জানাও ,.আরিষ্টাবুলের পরিজনদের শুভেচ্ছা জানাও, 11আমাদের নিজের জাতের লোক হেরোদিয়োনকে শুভেচ্ছা জানাও। নার্কিসের পরিজনবর্গের মধ্যে যাহারা প্রভুতে আছেন, তাঁদের শুভেচ্ছা জানাও।12ত্রুফেনা ও ত্রুফোষা, যাঁরা প্রভুতে পরিশ্রম করেন, তাঁদের শুভেচ্ছা জানাও। প্রিয় পর্ষী, যিনি প্রভুতে অনেক পরিশ্রম করেছেন, তাকে শুভেচ্ছা জানাও; 13প্রভুতে মনোনীত রূফকে, আর তাঁর মাতাকে যিনি আমারও মাতা তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাও; 14হর্ম্মিপাত্রোবা, হর্ম্মা এবং ভাইদেরকে শুভেচ্ছা জানাও।15ফিললগ ও যুলিয়া, নীরিয় ও তাঁর বোন, এবং ওলুম্প এবং তাঁদের সাথে সব পবিত্র লোককে শুভেচ্ছা জানাও; 16তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টের সকল মণ্ডলী তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।17ভাইয়েরা, এখন আমি তোমাদের কাছে উৎসাহ করছি, তোমরা যে শিক্ষা পেয়েছ, তার বিপরীতে যারা দলাদলি ও বাধা দেয়, তাদের চিনে রাখ , ও তাদের থেকে দূরে থাক। 18কেননা; এই রকম লোকেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের ধন্যবাদের দাস হয় না , কিন্তু তার নিজের পেটের সেবা করে। মধুর কথা এবং আত্মতৃপ্তির কথা দিয়ে সরল লোকদের মন ভোলায়।19কেননা তোমাদের বাধ্যতার উদাহরণের কথা সব লোকের কাছে পৌচ্ছাছে। সুতরাং; তোমাদের জন্য আমি আনন্দ করছি, কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা ভালো বিষয়ে জ্ঞানী ও খারাপ বিষয়ে অমায়িক হও। 20আর শান্তির ঈশ্বর তাড়াতাড়ি শয়তানকে তোমাদের পায়ের তলায় দলিত করিবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সাথে থাকুক।21আমার সাথে কাজ করে তীমথিয় তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে ; এবং আমারা এ স্বজাতীয় লুকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 22আমি তর্ত্তিয় এই পত্র খানা লিখছি; প্রভুতে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।23- 24আমার এবং সব মণ্ডলীর অতিথি সেবাকারী গায় ( গায় একটি নাম) তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই নগরের হিসাব রক্ষক ইরাস্ত এবং ভাই কার্ত্ত তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।25যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সুসমাচার আমি প্রচার করি, সেই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তোমাদের স্থির রাখবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। অনেক যুগ ধরে ঈশ্বর তাঁর গোপন উদ্দেশ্যের বিষয় কারোর কাছে জ্ঞাত করেন নি; কিন্তু এখন সুসমাচারের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে; আর আমি সেইমত তা প্রচার করেছি। 26অনন্ত ঈশ্বরের আদেশ মতো ভাববাদীদের বাণীর মধ্য দিয়ে সব জাতির লোকদের কাছে তা জানানো হয়েছে যেন তারা খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারে।27একমাত্র জ্ঞানী ঈশ্বরের, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, চিরকাল মহিমা হোক। আমেন।